দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 7 JAN 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

রাবিতে হলে হলে লাইব্রেরি কিন্তু খোলা হয় না

■ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর লাইব্রেরি, ব্যায়ামাগার (জিমনেসিয়াম) থাকলেও এগুলো কখনই খোলা হয় না। বইয়ের প্রয়োজন পড়লে শিক্ষার্থীরা হল লাইব্রেরিয়ানদেরকে ফোন করে ডেকে এনে বই সংগ্রহ করে বলে জানা যায়। ব্যায়ামাগারের যন্ত্রপাতিগুলোকে প্যাকেট করে রেখে দেয়া হয়েছে। ব্যবহার না করায় এগুলোতে মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শের-ই-বাংলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ মখদুম, আমীর আলী, নবাব আব্দুল লতিফ, শহীদ শামসুজ্জোহা, মাদার বখশ, জিয়াউর রহমান ও সোহরাওয়ার্দী হলের লাইব্রেরিগুলো খোলা হয় না। অথচ হল প্রশাসন লাইব্রেরিয়ানদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা দিয়ে থাকে। হল কর্মচারীরা বিকেলে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু কোন হলের লাইব্রেরিয়ানরাই বিকেলে লাইব্রেরিগুলো খোলে না বলে হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন। সম্প্রতি আমীর আলী ও শহীদ শামসুজ্জোহা হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরি খুলে দেয়ার দাবি জানালেও এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। হলের ব্যায়ামাগারগুলোরও একই অবস্থা। ব্যায়ামাগারের যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যবহার না করায় একদিকে চুরি অন্যদিকে মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রপাতি চুরি ও নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমীর আলী হলের ব্যায়ামাগারের ১৫২ নং কক্ষটিতে এখন শিক্ষার্থীরা অবস্থান করছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে খন্ডকালীন দায়িত্ব পালনকারী মাইনুল ইসলাম লাইব্রেরি না খোলার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, হল লাইব্রেরি আমি নিয়মিত খুলি না। তবে প্রয়োজন পড়লে শিক্ষার্থীরা আমাকে ফোন দেয় তখন এসে বই ইস্যু করি।

শের-ই-বাংলা হলের সেকশন অফিসার জিল্লুর রহমান হল লাইব্রেরিয়ান হিসেবে খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন,ভাতা হিসেবে যা দেয়া হয় তা পরিমাণে খুবই কম। এদিয়ে চলা যায় না। এ ব্যাপারে আবাসিক হলের প্রাধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি ড. মতিয়ার রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, খন্ডকালীন দায়িত্ব পালনকারীদের ভাতা কম দেয়ায় বিকেলে তারা আসতে চান না। তবে ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।